দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0? AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পরিচিতি
স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পরিচিতি

মোহাম্মদ ফসিহ উদ্দীন

'শিক্ষা সপ্তাহ' ১৯৯৩ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মাঝে এক পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন পাবনা জেলার চাটমোহর আরসিএন ও বিএসএন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ ফসিউদ্দিন।

পাস করেন। ছাত্র জীবন থেকেই জনাব ফসিউদ্দিন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৭০ সালে তিনি কৃষক সমবায় ও সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচীর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী তিনি কৃষক নেতা হিসেবে রাষ্ট্রীয় ভ্রমণে ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করেন।

জনাব ফসিউদ্দিন ১৯৬৮ সালে নিজ গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি নিজ গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব মোঃ ফসিউদ্দিন পাবনা চাটমোহর থানার ছহিকোলা ইউনিয়ন-এর অন্তর্গত বোয়ালমারী গ্রামে ১৯৩৪ সালের ৩ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান-এর পিতা।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে পদক ও সনদপত্র গ্রহণ করছেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মোঃ ফসিহ উদ্দীন

তিনি ১৯৫৪ সালে পাবনার চাটমোহর বিসিএন ও আরসিএন উচ্চ বিদ্যালয়ে অংক ও বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এবং ১৯৫৮ সালে রাজশাহী টিটি কলেজ হতে বিএড পাস করেন। ১৯৬২ সালে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন ১৯৬৪ সালে। সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শিক্ষকতা করে আসছেন। জনাব ফসিউদ্দিন নিজ গ্রাম বোয়ালমারীর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন। অতঃপর চাটমোহর আরসিএন ও বিএসএন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ম্যাট্রিক পাস করেন, তিনি ১৯৫২ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আইএসসি ও ১৯৫৪ সালে প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থী হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি

মিসেস রাজিয়া বেগম

বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস রাজিয়া বেগম জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পদক লাভ করেছেন। সম্প্রতি 'শিক্ষা সপ্তাহ' ১৯৯৩ উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মাঝে এই পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদক বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

মিসেস রাজিয়া বেগম ১৯৫৮ সালে বরিশাল জেলার সদর বালিকা বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। তিনি বরিশাল বিএম কলেজ হতে ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে আইএ ও বিএ পাস করেন। ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ টিটি কলেজ হতে তিনি বিএডও পাস করেন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইতিহাসে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

মিসেস রাজিয়া বেগম

এদিকে বিএড পাস করার পর ১৯৬৪ সালে রাজিয়া বেগম বরিশাল-এর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এ পেশায় যোগদান করেন। এই স্কুলে ২২ বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৯৮৬ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং পিরোজপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অতঃপর পদোন্নতি পেয়ে ১৯৯০ সালে ভোলার দৌলতখান সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৯১ সালে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান বরিশাল জিলা স্কুলে। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি বরিশাল অঞ্চলের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকা হিসাবেও কাজ করেন।

মিসেস রাজিয়া বেগম ১৯৪৪ সালে বর্তমান ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর থানাধীন ফুলহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবুল হাসেম মিয়া ও মাতার নাম আমিনা খানম।

তিনি গার্লস গাইড, সিক নার্সিং, শৃঙ্খলা ও সৃজনশীল শিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৮৩ সালে ডিএইচএমএস ডিগ্রীও অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী। তাঁর স্বামী জনাব আব্দুল মান্নান মিঞা বরিশাল জজ কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট। শিক্ষকতার অবসরে তিনি বই পড়ে আনন্দ পান।

অনুলিখনঃ
মুশতারী সুলতানা লুনা